যুগান্তর

তারিখ 07 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সম্পাদকীয়

ঝরে পড়ার বেদনা

পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে এবার অন্তত পৌনে ৫ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি বেদনাদায়ক। বেদনার দীর্ঘশ্বাস অনুরণিত হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর কণ্ঠেও। পাসের হার শতভাগে না পৌঁছানোর বিষয়টিকে তিনি লজ্জার বলে আক্ষেপ করেছেন। জানা গেছে, ঝরে পড়া পৌনে ৫ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য নিবন্ধন করলেও পরীক্ষাই দেয়নি। বাকিরা পাস করতে পারেনি। সরকার অবশ্য এসব শিক্ষার্থীকে ঝরে পড়েছে বলতে নারাজ। তাদের বক্তব্য হল, এদের হারিয়ে যেতে দেয়া হবে না। কক্ষপথে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হবে। উল্লেখ্য, গত ২৯ ডিসেম্বর অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী অর্থাৎ জেএসসি ও জেডিসি এবং ৩০ ডিসেম্বর পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী বা প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর পাসের হার ও জিপিএ-৫ এর ক্ষেত্রে জয়জয়কার লক্ষ্য করা গেলেও পাশাপাশি প্রশ্নফাঁসের নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে, যা পরীক্ষাব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ভবিষ্যতে প্রশ্নফাঁসের মতো অনৈতিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সজাগ ও সচেতন হওয়া জরুরি বলে মনে করি আমরা। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দু'বছর বাকি থাকতেই সরকার লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার দাবি করলেও ফেল করা বা পরীক্ষায় অংশ না নেয়া বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর বাস্তবতায় এ দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় লেখাপড়ায় ফিরিয়ে আনতে দেশে রক্ষসহ একাধিক প্রকল্প রয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী আগামী বছরও পরীক্ষা দেবে না, প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের লেখাপড়ায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয় উচিত। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষার্থীদের জন্য শান্তিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার পরিবর্তে নানা উপায়ে তা বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির ভিত্তিস্তর। ১৯৯৩ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, খাদ্য ব্যবস্থাসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সরকারের এমন পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও ঝরে পড়ার ঘটনা কোনোমতেই কাম্য নয়।

> দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে সরকারের এমন পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও ঝরে পড়ার ঘটনা কোনোমতেই কাম্য নয়।

ঝরে পড়া রোধ করতে হলে অবিলম্বে দেশের সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা অপরিহার্য। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে এর কোনো বিকল্প নেই। প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে ঝরে পড়া রোধে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে— এটাই প্রত্যাশা।